তারিখ ...08 JAN 1995...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

05

বোর্ডগুলোর দায়িত্বহীনতা শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি

আফরোজা পারভীন বানু

সুষ্ঠুভাবে এইচএসসি'র ফল প্রকাশ করতে পারল না দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ড। আর এজন্য যারা সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়েছিল, তারা হচ্ছে কোমলমতি পরীক্ষার্থীরা। শুধু এইচএসসি নয়, এসএসসি'র ফল প্রকাশের সময়ও নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল বোর্ডগুলো। এর মধ্যে মারাত্মক যে সমস্যা তৈরি করেছিল সেটি হচ্ছে নির্ভুল ফলপ্রকাশ সংক্রান্ত।

বোর্ডগুলোর দায়িত্ব সবাই জানেন— নির্ভুল ফল প্রকাশ করা। সুষ্ঠুভাবে। কিন্তু এসএসসি'র ফলাফলে সেবার গুরুতর অসংখ্য ভুলের অভিযোগ এনেছিলেন অভিভাবকরা। বক্তব্য ছিল, মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সন্তানরা হয় কৃতকার্য হতে পারেনি কিংবা আশানুরূপ ফল দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে আর এজন্য তাঁরা খাতার মূল্যায়ন যথাযথ হয়নি বলে অনেকে উল্লেখ করেছিলেন। বোর্ডের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন পুনর্মূল্যায়নের। কিন্তু এই পুনর্মূল্যায়ন হয়নি বলে অনেক অভিভাবক পরবর্তীকালে পত্র-পত্রিকায় যোগাযোগ করে জানিয়েছেন বোর্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা যে নম্বর পেয়েছে, তাই বহাল রেখেছে। নম্বর সরবরাহে ভুল হয়েছে কি-না তাই দেখেছে, কিন্তু খাতা পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেনি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, খাতা পুনর্মূল্যায়নের এরকম নিয়ম নাকি নেই। শুধু নম্বর তুলতে ভুল হলো কি-না তাই দেখা হয় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে।

আমরা মনে করি, খাতা পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। বোর্ডগুলো হয়ত যুক্তি দেখাবে, এতে অসংখ্য খাতা পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দেবে প্রতিবছর। তাদের যে লোকবল (বা শিক্ষক বল) তা দিয়ে এই কাজ করা অসম্ভব। কথাটা সত্যি। সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণের আগে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সন্দেহজনক খাতাগুলো স্ক্রুটিনি করার যে ব্যবস্থা আছে, তাকে আরও জোরদার করা যায়। প্রধান পরীক্ষকগণ এ কাজে শৈথিল্য দেখান বলেই ইদানীং খাতার সঠিক মূল্যায়ন ঘটছে না বলে অভিযোগ আছে। অবিলম্বে এটা বন্ধ হওয়া উচিত। তবে ফল প্রকাশের পর পুনর্মূল্যায়নের আবেদন পেলে, ভাল স্কুল-কলেজের কোন ছাত্র হলে, সেই খাতা পুনর্মূল্যায়ন করে দেখতে পারে বোর্ড। এতে পরীক্ষক খাতা দেখতে গিয়ে যথাযথ নম্বর দিয়েছেন কি-না, তার একটা মূল্যায়ন হয়ে যায়। আসলে যে সব শিক্ষক খাতা দেখছেন তাঁরা এ কাজে কতটা দক্ষ, তার কোন মূল্যায়ন আমাদের দেশে হয় না। এই মূল্যায়নের একটা ব্যবস্থা থাকলে নম্বর প্রদানে তাঁরা আরও দক্ষ হতে পারতেন বলা যায়। এজন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে।

বাণিজ্য, বিজ্ঞান বা অঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাতার নম্বর প্রদান খুব কঠিন নয়। সঠিক উত্তরটি জানা থাকলে যথাযথ নম্বর দেয়া যায়। কিন্তু মানবিকের বিষয়গুলোর নম্বর প্রদান এত সহজ নয়। মানবিকের বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা খাতা দেখেন, তাঁদের জন্যই মূলত এই প্রশিক্ষণের বেশি ব্যবস্থা থাকা উচিত। ব্যাপারটা নতুন, অভিনব শোনালেও বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করি।

এবার ফল প্রকাশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করছি। কম্পিউটার পদ্ধতি ইতোমধ্যে যে বিতর্ক তৈরি করেছে তাতে মনে হয় এই পদ্ধতি ব্যবহারে আমরা এখনও দক্ষ হয়ে উঠিনি। বোর্ড ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বেশ স্পষ্ট। এজন্যই ঘটছে ভুল, দেখা দিচ্ছে নৈরাজ্য। কম্পিউটার নয়, ভুল করছি আমরা। কম্পিউটার ব্যবস্থাপনা, প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরিভাবে বোর্ডের অধীনে নিয়ে আসা উচিত। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকলে এই সমন্বয়ের অভাব ঘটতেই থাকবে। দেশের চারটি বোর্ডে তাই আলাদা আলাদাভাবে কম্পিউটার কেন্দ্র থাকা দরকার, যারা ফলাফল বিন্যাস করবে। বোর্ডের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকলে ফলাফলে ভুল স্বাভাবিকভাবে কম হবে।

ডিসেম্বরের ২০ তারিখ, এইচএসসি'র ফল প্রকাশের দিন ঢাকার একটি সরকারী কলেজে উপস্থিত ছিলাম আমি। ফলাফল বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ছাত্রছাত্রীদের ফল দেখার জন্য সেকি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। হঠাৎ একটি ছেলে তার এক শিক্ষককে পেয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে জানাল— "স্যার, আমার রোল নম্বর আমি রেজাল্ট শীটে খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ আপনি তো জানেন আমি কলেজের ভাল ছাত্রদের একজন।"

কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালেন সেই শিক্ষক। বললেন, "হ্যাঁ, তাইতো জানতাম, কিন্তু কেন এমন হলো তোমাদের!" পরে দেখা গেল এ রকম অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর রোল নম্বর রেজাল্ট শীটে নেই। তারা সিদ্ধান্ত নিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, যাবে বোর্ডে। পরদিন জনকণ্ঠে পড়েছিলাম কিভাবে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এ দু'টি জায়গায় ছুটে গেছেন। রেজাল্টে গলদ আছে বলে মনে হয়েছে তাদের।

এই ছবি, বোর্ড, বিশেষ করে কম্পিউটার পদ্ধতির ওপর যে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা আস্থা রাখতে পারছেন না তারই প্রমাণ। এই অনাস্থার ব্যাপারটি সত্যি মারাত্মক। রেজাল্টে ভুল আছে, একবার এটা পরীক্ষার্থীদের মাথায় ঢুকে গেলে তারা ফলাফল মানতে চাইবে না। ঘটাবে নাশকতামূলক ঘটনা। আর কী আশ্চর্য, রেজাল্ট শীটে রোল নম্বর না দেখে অনেকেই এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে, বোর্ড অফিস ভাংচুর করেছে। এই ঘটনাকে সবুজ সঙ্কেত ধরে নিয়ে বোর্ডগুলোকে আগামীতে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করছি। ফল প্রকাশ আরও নির্ভুল করতে হবে তাদের।

এবার অন্য একটি প্রসঙ্গ। বোর্ডগুলো কেন সব রেজাল্ট এবার সংবাদপত্রগুলোতে পাঠাল না? তা হলে কি তারা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। রেজাল্ট শীটে মারাত্মক ভুল থেকে গেছে? সংবাদপত্রে পাঠালে তা জানাজানি হয়ে যাবে? অথচ এতদিন সংবাদপত্রগুলো এই ফল প্রকাশের মতো জাতীয় দায়িত্ব অত্যন্ত নির্বিঘ্নে পালন করে এসেছে। এবার তার ব্যতিক্রম ঘটায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি ছিল, যার জন্য বোর্ডগুলো রেজাল্ট শীট সংবাদপত্রকে দেয়নি। আর সত্যি বলতে কি সেই অভিযোগই করেছেন অসংখ্য অভিভাবক যার সত্যতা পাওয়া গেল অনেকের ফল 'স্থগিত' করার ঘটনায়। এমনকি 'স্থগিত' সব ফল, ফল প্রকাশের ১০ দিন পরও তা প্রকাশ করতে পারেনি বোর্ডগুলো। কিন্তু এই ঘটনা যে কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, বোর্ডগুলো কি তা একবারও ভেবে দেখেছে? শুভবুদ্ধি তাদের কবে হবে ও কবে নির্ভুলভাবে সব ফল প্রকাশ করতে পারবে তারা?